দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 JUN 1987
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

লক্ষ্মীপুর জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

লক্ষ্মীপুর, ৭ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—লক্ষ্মীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক, কাগজের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন লক্ষ্মীপুর জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলছে।

প্রায় ১৩ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত লক্ষ্মীপুর জেলায় মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৮টি, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ১১টি, জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় ১৫টি, জুনিয়র বালক বিদ্যালয় ১৮টি, মাদ্রাসার সংখ্যা ৭২টি, ফোরকানিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৬৫টি। অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয় এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। এর মধ্যে স্বল্পসংখ্যক স্কুলভবন পাকা এবং বাদবাকী ভবন কাঁচা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেড়া নেই। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাউনি নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। গত কয়েক বছরের ঝড়ে এবং বন্যায় জেলার বহু উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। বর্ষা মৌসুমে কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি দিয়ে দিতে হয়।

সকল বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতিবছর যে অর্থ মঞ্জুরি দিয়ে থাকেন প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন বিজ্ঞানাগার নেই। আর যে সব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার আছে সেগুলোতে সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।

দু'চারটি বিদ্যালয় ছাড়া প্রায় সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কোন খেলার সরঞ্জাম নেই। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই কোন ক্রীড়া শিক্ষক নেই। প্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। যে সব নলকূপ রয়েছে, সে গুলোও অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পায়খানা প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা নেই।